প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার গুণ্ডাপ্পা রাঙ্গানাথ বিশ্বনাথ ১৯৪৯ সালে মহীশূরে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণাটকের ডানহাতি ব্যাটসম্যান হিসাবেই তাঁর উত্থান। সত্তরের দশকে ভারতীয় ক্রিকেটে সেরা ব্যাটস্‌ম্যানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটার হিসাবেই অধিক জনপ্রিয়। ১৯৬৯–১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে তিনি ৯১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর মোট রান ৬০০০। ১৯৭৫, ১৯৭৯ বিশ্বকাপেও খেলেছেন। ১৯৭৯–৮০ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কও ছিলেন তিনি।

প্রাজ্ঞ

মঙ্গলবার, ২৮ মাঘ ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৬৪ সংখ্যা

নির্মম হত্যায় বার্তা

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা বড়ো কম নয়। কংগ্রেস নেতা বিপ্লবী পূর্ণদাস, ফরওয়ার্ড ব্লকের বর্ষীয়ান নেতা হেমন্ত বসু, একদা আন্দামানে নির্বাসিত বিপ্লবী সিপিআই নেতা সুরেন ধর চৌধুরির মতো শীর্ষস্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে নানা দলের নানা স্তরের বহু নেতাকে প্রাণ দিতে হয়েছে রাজনীতির হিংসায়। তবে বিধায়ক খুনের সংখ্যা কিন্তু বেশি নয়। গত শতকের সাতের দশকে খুন হন কংগ্রেসের চণ্ডীপদ মিত্র ও নেপাল রায়। বামফ্রন্ট শাসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের রমজান আলি নিহত হন পারিবারিক কারণে। শনিবার খুন হলেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস। কারণ অজ্ঞাত।

গত শতকের সাতের দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পর্যন্ত দুটি বছর ছিল ব্যক্তি সন্ত্রাসের নির্মম পর্ব। তার পরেও বছরদুয়েক পর্যন্ত খুনিদের ধরা এবং নিকেশ করার নামে পুলিশি সন্ত্রাস চলেছিল বছরদুয়েক। বলা যায়, গত শতকের ছয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকে ব্যক্তি সন্ত্রাসে যে রাজনীতি রাজ্যের পরিমণ্ডলকে গ্রাস করছিল তা সাতের দশকের শুরুতে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে নেমে এসেছিল একধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং তার সূত্রে দলীয় গোষ্ঠী সন্ত্রাস। পরস্পর বিরোধী, এমনকি একই শ্রেণিস্বার্থের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার ভিন্ন দলগুলি নানা অছিলায় অস্ত্রহাতে গুপ্ত এবং প্রকাশ্যে পারস্পরিক হামলায় মেতে ওঠে। রাজনীতির এই মারণব্যাধি ক্রমশ স্বদলের নানা গোষ্ঠীতে প্রসারিত হতে থাকে। বিশেষত শাসক দলে এই বিষবৃক্ষ ক্রমে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করার অনুকূল প্রশ্রয় পাওয়ার সুবাদে শাসকদলে বাহুবলীদের প্রাধান্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এটা বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেস দু-পক্ষেরই রাজটিকা। কংগ্রেসেরও যে এমন রাজটিকা ছিল না তা নয়।

সন্ত্রাসের রাজনীতির পিছনে একদা একটা আদর্শবোধের তত্ত্ব কাজ করত। দেশের মুক্তিমন্ত্র থেকে শুরু করে মার্কসবাদী প্রভৃতি রাজনৈতিক মতাদর্শের তাড়না যেমন ব্যক্তি সন্ত্রাসের পিছনে মানসিক শক্তি জুগিয়েছে তেমনই পুলিশি তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পিছনে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা খুব কম কিছু ছিল না। তথাকথিত আদর্শবোধের তাড়নার পরিণতিতে যেমন জঙ্গি সংগঠনের জন্ম হয়েছে এবং হচ্ছে তেমনই পুলিশি সন্ত্রাস চললে স্বৈরতন্ত্রের কুৎসিত মুখাবয়ব উন্মোচিত হওয়ার আশঙ্কা আরও বাড়বে। ব্যক্তি সন্ত্রাস, গোষ্ঠী সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসলে গণতন্ত্রের আদর্শকেই খুন করে। এই ধ্রুববাক্য জাগ্রত করাকে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচির অন্তর্গত করা জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলিতে নীচুতলা থেকে উঁচুতলা পর্যন্ত ব্যক্তির সবার মত প্রকাশের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সংখ্যালঘুর মতকে সম্মান জানিয়েই গরিষ্ঠ মতকে মান্যতা দিতে হবে যৌথভাবে। নেতা অবশ্যই নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু কোনো গোষ্ঠীপতি যেন বাহুবল বা অর্থবলে নেতৃত্বে কায়েম না হয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে দলকে। সামাজিক সংগঠনগুলি আসলে গণতন্ত্রের কোশ সংগঠন। এই সংগঠনগুলিকে যাতে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ যৌগিক দৃষ্টিতে পরিচালিত করা হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে সদস্যদের। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সামাজিক সংগঠন পরিচালিত হলে আদর্শবোধের মর্যাদা প্রায় থাকে না বললেই চলে। মুখে আদর্শের বুলি থাকলেও আসলে অর্থ উপার্জনের সহজতম রাস্তা হিসেবে রাজনীতিকে দাদা হয়ে ওঠার লক্ষ্যই হয়ে উঠেছে গোষ্ঠীপতিদের ধর্ম। এটা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বিনাশের অন্ধযুগ ডেকে আনতে পারে।

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাসের পরিচয় ছিল সজ্জন হিসেবে। অন্তত এ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে আর্থিক দুর্নীতি বা বাহুবলী পোষণের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর কী ভূমিকা ছিল সেটাও স্পষ্ট করে বলার মতো কিছু জানা যায়নি। যেমন প্রাক্তন তৃণমূল ও বর্তমানে বিজেপির অন্যতম নেতা মুকুল রায়কে খুনের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়াটাও ষড়যন্ত্র কিনা সে বিষয়েও কিছু বলা কঠিন। এসবই তদন্তসাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, পুলিশ প্রশাসনের ঢিলাঢালা মনোভাব এই ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বিধায়কদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেখানে এত ঠুনকো সেখানে সাধারণ মানুষ যে দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়েই দিন কাটায় তা বলা বাহুল্যমাত্র। অতএব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সতর্কভাবেই উন্নত করতে হবে। বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরস্পরের বিরুদ্ধে ভয়ংকর আগ্রাসী মনোভাব দেখাচ্ছে। প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কঠোর পদক্ষেপ করতেই হবে। নতুবা লোকসভা নির্বাচনে বহু রক্তপাতের আশঙ্কা থেকেই যাবে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এই বার্তাই দিয়েছে।

অমৃতধারা

যখন আমাদের জীবনে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই তখনই আমরা শক্তি লাভ করি। সর্বদা আমাদের দৃষ্টি তো এক নয়। যদিও সত্যদৃষ্টি কখনও বিনষ্ট হয় না। কখনও এমন মনে হয় যে সে দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যখন আবার ফিরিয়া আসে তখন তাহা আবার বিশেষ প্রবল হয়। মন যখন ঐক্যতানে বাঁধা থাকে, তখন আমরা ঠিক ঠিক কথা বলি, ঠিক ঠিক কাজ করি, আগে ভাবিয়া কিছু করিতে হয় না। আমাদের যাহা আছে সকলই তো সেই মহান জ্যোতির্ময়ের দান। এ কথা যদি সর্বদা মনে থাকে তবে আমরা আর কোনো অন্যায় করিতে পারি না। জীবনের মূল উৎসের সঙ্গে যখন আমরা যুক্ত হইয়া থাকি তখন না চাহিলেও সেই মিলনের শুভ ফল আমরা লাভ করি।

মন যখন স্থির হয় তখনই সত্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। অন্তরের দুয়ার বন্ধ করিয়া অন্ধকারে বসিয়া দুঃখ করিও না। যখন কর্কশ ব্যবহার বা দুঃখ, তাপ আসিবে তখন তাহার ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া নিজেকে হারাইও না। যিনি উদ্‌বুদ্ধ তিনি এমন কোনো অবস্থার নিষ্পেষণেও কাতর হন না। সাধুজীবনের ধারাই এই রকম। যখন তাঁহারা দুর্দশার সম্মুখীন হন, তখন দুঃখ হইতে তাঁহারা আশীর্বাদ আহরণ করেন। কিন্তু আমরা কত তাড়াতাড়ি জীবনের বিপর্যয়ের চাপে তলাইয়া যাই! যাহার যেমন সত্যানুভূতি সেই অনুসারে তাহাদের মনের স্থিরতা বেশি বা কম হয়। যতদিন তিনি যে সর্বভূতে সতত বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন আমরা যে নিরাপদে আছি এ কথাও মনে থাকিবে এবং আমরা সকল অবস্থায় অটল হইয়া থাকিবে।

–স্বামী পরমানন্দ।

শব্দরঙ্গ ■ ২২২৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি ঃ ১। আজেবাজে বা অপ্রয়োজনীয় বস্তু যাকে বলে ছাইপাঁশ ৩। কথোপকথন বা শাস্ত্রীয় সংগীতের অঙ্গ ৫। কোনো বিষয় সম্পর্কে যিনি বিশেষভাবে অবগত ৬। যা খেয়ে শিবের আরেক নাম হয়েছে নীলকণ্ঠ ৭। এই ধরনের কাপড়ও হতে পারে কাবাবও হতে পারে ৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ১২। রামায়ণের জাম্ববান যাদের রাজা ছিলেন ১৩। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি।

উপর–নীচ ঃ ১। যে অন্যকে গুরুত্ব দেয় না, মনে করে আমিই সব ২। দ্রৌপদী ছাড়া সহদেবের অন্য স্ত্রী ৩। চোলাই মদ ৪। পলিমাটি, শিলাও হতে পারে ৫। ____ খেয়ো না ধরবে গলা ৭। দৌড় প্রতিযোগিতা ৮। সঞ্চয়প্রবণ বা হিসেবি ব্যক্তি ৯। বিরাট রাজার কাছে পাচকের কাছে নিযুক্ত ভীমের ছদ্মনাম ১০। বিস্ময় অথবা জেল্লাও হতে পারে ১১। যা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

সমাধান ■ ২২২৪

পাশাপাশি ঃ ১। খারিজ ৪। বাবুই ৫। উখা ৭। নিতাই ৮। নর্মসখা ৯। অহিফেন ১১। চার্বাক ১৩। জল্প ১৪। চটক ১৫। তিতির।

উপর–নীচ ঃ ১। খাটনি ২। জবাই ৩। ছাইদান ৬। খামোখা ৯। অগ্রজ ১০। নষ্টচন্দ্র ১১। চাকতি ১২। কবর।

ব্রিগেডের সভা খড়কুটোর আশ্রয় বামপন্থীদের

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার লড়াই মূলত তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির। তবে কংগ্রেসে কিছুটা গতি এসেছে। বামপন্থীদের সাংগঠনিক ক্ষমতাও যে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি তা ব্রিগেডে দেখা গেছে। এই প্রেক্ষিত নিয়ে মৈনাক কুণ্ডার পর্যালোচনা।

পরপর বেশ কয়েকটি মেগা ইভেন্টের সাক্ষী থাকলাম আমরা। প্রথম, ১৯ জানুয়ারি ব্রিগেডে উপচে পড়া জনতা। বাংলার মানুষকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন দেশের তাবড় বিরোধী নেতারা। সম্ভবত তখন বাংলার মাটিতে উচ্চারিত হচ্ছিল বাংলায় এখন 'মমতাই ক্ষমতা'। দ্বিতীয়, ৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল বাম জনতা। প্রমাণ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দোর্দণ্ডপ্রতাপের যুগেও পিপলস্ ব্রিগেড ভরাট হয়, সরকারি দাক্ষিণ্য না থাকলেও। তৃতীয়, অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় বাজেট। বেশ বোঝা যাচ্ছে লোকসভা ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে কোনোরকম অর্থনৈতিক ভূত–ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। বিপুল পরিমাণ ঘাটতির মুখে দাঁড়িয়ে যে 'ট্রেলার' কেন্দ্র সরকার দেখাল এমাসের প্রথম দিনে, বোঝা যায় নির্বাচনি বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়া আর কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সরকারের তরফে কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাবে তার ব্যবস্থা না করে কিছু খয়রাতি দেওয়া হচ্ছে। ফলাও করে হচ্ছে তার প্রচার। 'ডোল রাজনীতি'–র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। একদিকে কৃষকদের ছ'হাজার টাকা করে খয়রাতি, আয়করদাতাদের ছাড়– কৃষক, মধ্যবিত্তের মনোরঞ্জন, অন্যদিকে শিল্প, স্বাস্থ্য, গবেষণা সম্বন্ধে নীরবতা। এ এক অদ্ভুত বাজেট। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন ভালো– 'বিপজ্জনক জনমুখী।' একই ট্র্যাডিশন রাজ্যেও। পে কমিশনের কথায় ঋণের গান। কিন্তু আজ ক্লাব তো কাল বিষমদ, পরশু খেলশ্রী ইত্যাদি ক্ষেত্রে দরাজহস্ত।

ওদিকে মেক–ইন–ইন্ডিয়া, এদিকে বাংলার বাহারি জামার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে অর্থব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা। সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন জানাচ্ছে, ২০১৭'র নভেম্বরে দেশে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির সূচক ছিল ১০ শতাংশের উপর। এক বছর শেষে ২০১৮'র নভেম্বরে তা কমে এসেছে ১ শতাংশেরও নীচে। বিগত ১৭ মাসের মধ্যে এই হার সর্বনিম্ন। এর অমোঘ প্রভাবে পেটে লাথি পড়ছে শ্রমিকের। বিশেষত অস্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকের অবস্থান খাদের কিনারায়। শুধু শ্রমিকরা নন, স্বস্তির শ্বাস নিতে পারছেন না শিল্প মালিকরাও।

ভারতের অর্থনীতিকে বলা হয় বিশ্বে দ্রুততম বিকাশশীল অর্থব্যবস্থা। কিন্তু ভারতের কর্পোরেট মুনাফা এবং জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত তলানিতে ঠেকেছে। দশবছর আগে এই অনুপাত ছিল আট–এর কাছাকাছি। ২০১৮ সালে নেমে এসেছে তিন–এ। কয়েকটি বড়ো বড়ো কর্পোরেট হাউসের মুনাফা বাড়লেও সার্বিকভাবে কর্পোরেট মুনাফা বৃদ্ধির এই অঙ্ক গত পনেরো বছরে সর্বনিম্ন। দেশের মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়েনি। স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, বিশ্বায়নের রথে চেপে দেশে দেশে বিক্রি করা হবে ভারতের পণ্য। যতদিন তা কিছুটা করা যাচ্ছিল, চলে যাচ্ছিল। এখন সেই গতি থমকে যেতেই কর্পোরেট মুনাফায় টান। ফলে সরকারি আয় বাড়ছে না ব্যয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে হিসেবে। বাজেটে ধরা হয়েছিল ঘাটতি মোট জাতীয় আয়ের দশমিক তিন শতাংশে বেঁধে রাখা হবে। অক্টোবরেই তা পার করে গিয়েছে। নভেম্বরের শেষে এই ঘাটতি হয়ে দাঁড়িয়েছে সাত লক্ষ কোটি টাকার উপর। ইতিমধ্যে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১১৫ শতাংশ পার করে গিয়েছে ফিসকাল ডেফিসিট। এখন সরকারকে হয় ধার করতে হবে বা খরচ ছাঁটাই করতে হবে। ভোটের বছর খরচ ছাঁটাই সম্ভব নয়, ফলে ধার বাড়বে সরকারের। এর পরের সরকারের হাত ধরে ভোগান্তিটা ভুগতে হবে আমজনতাকে।

চূড়ান্ত এই আর্থিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লোকসভা নির্বাচনে নামতে হবে বিজেপি–কে। কী হবে দেশে, কী হবে রাজ্যে? নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বিজেপির অবস্থা দেশে খারাপ হতে চলেছে। যদি না, সংঘ পরিবার রাম মন্দিরের জিগির নতুন করে চাগিয়ে তুলতে পারে। যদি না, পাকিস্তানের সঙ্গে হঠাৎ কোনো মারাত্মক উত্তেজনা তৈরি হয়। যদি না, কোনো জায়গায় লেগে যাওয়া দাঙ্গার প্রভাব দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁ, এটা ঘটনা যে, বিজেপির রয়েছে এক জাঁদরেল ক্যাপটেন। আর বিরোধীরা এখনও ক্যাপটেন বাছাইটা করতে পারল না। তবে বিরোধী পক্ষ নিশ্চিতভাবেই সরকারি নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। তখন কিন্তু ভোটে প্রভাব পড়তেই পারে। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে জেতার পর মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ প্রথম যে ফাইলটি স্বাক্ষর করেছেন, তা হল কৃষকদের ঋণ মকুবের ফাইল। অন্যদিকে, মোদিজি ক্ষমতায় বসেছিলেন প্রত্যেক কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। মানুষ বিচার করতে বসলে বিপদ। রাহুল গান্ধি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে দেশের প্রত্যেক গরিবের জন্য ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে। দেখা যাচ্ছে ২০১৮'র যে বিধানসভা নির্বাচনগুলিকে বলা হচ্ছিল লোকসভা ভোটের সেমিফাইনাল সেখানে বিজেপির বিপক্ষে –৪.৫ শতাংশ ভোট সুইং করেছে এবং কংগ্রেসের পক্ষে সুইং করেছে ৪ শতাংশ ভোট। গত লোকসভা নির্বাচনের আগেও এভাবেই হিন্দি বলয়ে বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের সুইং হয়েছিল বিজেপির পক্ষে। ২০১৩'র বিধানসভায় জয় নিয়ে লোকসভায় মাঠে নেমেছিলেন মোদিজি। তাঁর দাপটে বিপক্ষ মাঠে দাঁড়াতেই পারেনি। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল নেমে এসেছিল রেকর্ড সর্বনিম্ন সংখ্যায়। পাঁচ বছর আগে কংগ্রেস যা যা প্রতিকূলতার সামনে ছিল আজ বিজেপিও সেগুলির সামনে। অস্বাভাবিক কোনো পরিস্থিতি না হলে কী হতে পারে? সাম্প্রতিক হয়ে যাওয়া সেমিফাইনালের ভোটিং প্রবণতা অনুযায়ী রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, মিজোরামে বিজেপি ৩৩টি লোকসভা আসন হারাবে এবং কংগ্রেস ৩০টি আসন জিতবে। এই পাঁচটি রাজ্যে রয়েছে ৮৩টি লোকসভা আসন।

এই পরিস্থিতিতে বাম ব্রিগেড কি আদৌ কোনো প্রভাব ফেলবে বাংলার ভোটে? স্কুল কমিটি, কলেজ ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি ইত্যাদি নির্বাচন উবে গিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচনে কর্মীবাহিনী ব্যস্ত থাকে অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে। যেহেতু ছোটোখাটো নির্বাচনগুলোর অন্তর্জলি যাত্রা হয়ে গিয়েছে, কে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বোঝার উপায় নেই। ব্রিগেডের সমাবেশ সে ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জোগান দেবে ভোট বাক্সের বিচারে ধুঁকতে থাকা বাম জনতাকে। ২০১৫'র তিন বছর পর কানায় কানায় পূর্ণ ব্রিগেড ব্যারোমিটারের কাজ করবে বাম নেতৃত্বের কাছেও। ব্রিগেড ডেকে পিঠটান দিল বিজেপি। ব্রিগেড ডাকার কথা এখনও ভাবেইনি কংগ্রেস। ব্রিগেড ভরাট করতে হলে জবরদস্ত একটা হাওয়া দরকার হয় কিংবা সংগঠন। লোকসভা নির্বাচনটা হয়েই থাকে দেশের নেতা নির্বাচন করার জন্য। নির্বাচনের মুখে বামপন্থীদের যে ১৭টি দল ব্রিগেডে থাকল তারা নেতা নির্বাচনের দৌড়ে দূরস্থান, মাঠেই নেই। একইসঙ্গে নেই সামান্য সরকারি দাক্ষিণ্যও। যে বিষয়টি ব্রিগেড উপচে দিল তা হল সংগঠন। ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর অনেক ক্ষয় হয়েছে বাম সংগঠনে। মাঝারি বা তৃণমূল স্তরে অনেকে উন্নয়নের খোঁজে নাম লিখিয়েছে শাসকদলে। তবুও বাংলায় সংগঠন একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি বামপন্থীদের।

২০১৪'র নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস, বামপন্থীরা নমো–ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। রেকর্ড সংখ্যক কম আসন পায় কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা। কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু বাংলায় বাম ঝরেছে রাম বেড়েছে। যে বাম ভোটাররা বিজেপির মধ্যেই দেখেছিলেন গরিবের মসিহা (মোদিজি)–কে, তাঁরা কী করবেন? হিন্দি বলয়ের মতো বিজেপির থেকে মুখ ঘোরালে বাম ব্রিগেডের তাৎপর্য থেকে যায়। নীতি বদলের স্লোগান এই অংশকে ছোঁয়ার জন্য? সময়ই এর উত্তর দেবে। নিজের তাগিদেই বাংলায় মুক্ত পরিবেশে ভোটের জন্য ঝাঁপাবে বিজেপি। সেক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি সংহত থাকলে কিছুটা হলেও ভোট কুড়োতে সুবিধা পাবে বামপন্থীরা। একথা অনস্বীকার্য, ব্রিগেড দেখাল বাংলায় বামপন্থীদের সংগঠনে ক্ষয় হয়েছে কিন্তু তা ধসে যায়নি। খড়কুটোর মতো ব্রিগেড সমাবেশ নিয়েই এখন একটু আশার আলো দেখছেন সূর্যকান্ত মিশ্ররা। তার মধ্যেই চলছে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা। তবু এত কিছুর মধ্যেও রাজ্যে যে এবার অধিকাংশ আসনে তৃণমূল–বিজেপির সরাসরি লড়াই হতে চলেছে তা মনে মনে জানেন বাম নেতারাও।

> ২০১৪'র নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে। শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেস, বামপন্থীরা নমো–ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। রেকর্ড সংখ্যক কম আসন পায় কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা। কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু বাংলায় বাম ঝরেছে রাম বেড়েছে। যে বাম ভোটাররা বিজেপির মধ্যেই দেখেছিলেন গরিবের মসিহা (মোদিজি)–কে, তাঁরা কী করবেন? হিন্দি বলয়ের মতো বিজেপির থেকে মুখ ঘোরালে বাম ব্রিগেডের তাৎপর্য থেকে যায়।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বাসস্ট্যান্ডে শৌচালয় নেই

ভোটপট্টি বাসস্ট্যান্ডে সুলভ শৌচালয় দরকার। বহুবার এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়নি। ময়নাগুড়ি ব্লকের ১৬টি অঞ্চলের মধ্যে বেশিরভাগ অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু ভোটপট্টি। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ আসে এই প্রাচীন ভোটপট্টি বাসস্ট্যান্ডে। এখানে কোনো সুলভ শৌচালয় না থাকায় দূরের বাসযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। তাছাড়া বাসস্ট্যান্ডে সুলভ শৌচালয় না থাকায় এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে। ভোটপট্টি বাসস্ট্যান্ডের চারপাশে দিন দিন আবর্জনা ও জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই বাসস্ট্যান্ডটিকে আবর্জনা ও জঞ্জালমুক্ত রাখার জন্য বাসস্ট্যান্ডে ডাস্টবিন রাখা জরুরি।

দেবাশিস পাল, ভোটপট্টি বাসস্ট্যান্ড, জলপাইগুড়ি।

হাতি–মানুষ সংঘাত

বুনো হাতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাত বহুদিনের। মানুষ বনে ঢুকে বন সাফ করছে। পালটা বুনো হাতি লোকালয়ে ঢুকে ফসল খেয়ে নিচ্ছে, ঘরবাড়ি ভাঙছে। এই সংঘাত উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে গোরুমারায় চালু হতে চলেছে আর্লি অ্যালার্মিং সিস্টেম। গোরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বনবস্তিগুলিতে এ নিয়ে চলছে সমীক্ষা। এই নতুন ব্যবস্থা চালু হলে এহেন সংঘাত হ্রাস পাবে বলেই আশা করছে বনদপ্তর। আমরাও আশাবাদী। আমরাও চাই হাতি–মানুষ সংঘাত বন্ধ হোক। হাতিরা ভালো থাকুক, নিরাপদে থাকুক। এইভাবে মানুষও থাকুক নিশ্চিন্তে।

মীরা রক্ষিত, শিবমন্দির, দার্জিলিং।

বিলম্বে শতাব্দী, যাত্রীদের দুর্ভোগ

ভারতে কোনো ট্রেন অস্বাভাবিক বিলম্বে চলছে শুনলে কেউ বিস্মিত হয় না। কারণ এটাই রেওয়াজ। কিন্তু দেশের সব চাইতে দ্রুতগতির ট্রেন শতাব্দী এক্সপ্রেস বিলম্বে চললে বিরক্তি দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। হাওড়া–এনজেপি শতাব্দী এক্সপ্রেস এখন প্রায়ই এনজেপিতে ঢুকছে রাত বারোটার পর। এতে যাত্রীরা সমস্যায় পড়ছে। কেননা এনজেপিতে নেমে রিকশা, টোটো ইত্যাদি পেতে অসুবিধা না হলেও নির্জন পথে মধ্যরাতে রিকশায় করে বা টোটোয় চেপে রওনা দেওয়া কতটা নিরাপদ সেই প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে। তাছাড়া, রাত হলে ভাড়ার পারদও ঊর্ধ্বমুখী হয়। তাই রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, এই অঞ্চলের প্রিয় ট্রেন শতাব্দীকে সময়মতো চালানোয় ব্যবস্থা নিন।

সুবীর সেন, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

প্রসঙ্গ 'অচ্ছে দিন'

বীণা বলের 'অচ্ছে দিন' শীর্ষক পত্রের প্রতিবাদে আমার এই চিঠি। তিনি লিখেছেন মন্দিরে ভগবান থাকেন না, তিনি থাকেন মানুষের অন্তরে। তাহলে কি কোনো ধর্মেরই উপাসনাগৃহ বা কক্ষের দরকার নেই? আমরা কোনো ধর্মীয় আচার, রীতিনীতি মন্দিরে না গিয়ে কীভাবে পালন করব? অযোধ্যার সেই বিতর্কিত জায়গাটিতে যদি সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থেই কিছু করতে হবে তাহলে মহামান্য আদালতের দীর্ঘসূত্রী রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হল কেন? তাই সেখানে মন্দির/মসজিদ যাই নির্মাণ হোক না কেন তা যেন দুর্নিবার গতিতে হয়, এটাই কাম্য। এমনিতেই ২৫ বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছে।

নীহারবিন্দু মণ্ডল ভাওয়াল
বাবুপাড়া, ইসলামপুর।

পুরসভা উদাসীন কেন?

জলপাইগুড়ির ৩ নম্বর রেলগুমটি থেকে ২ নম্বর গুমটি (রেললাইন বরাবর) পর্যন্ত এলাকার বস্তিবাসীরা যেভাবে রাস্তার পাশে বড়ো বড়ো আবর্জনার স্তূপ দীর্ঘদিন ধরে জমা করে রেখেছেন, তাতে শুধু এলাকার পরিবেশই দূষিত হচ্ছে না, রাস্তাটি আবর্জনার সারি সারি বস্তা রাখার কারণে সংকীর্ণও হয়ে গিয়েছে। ফলে পথচারী এবং সমস্ত যানবাহনের চলাচলেরও সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় পুরসভার এই বিষয়টি নজরে পড়লেও তার সমাধানের কিন্তু কোনো উদ্যোগ আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কেন? পুরসভা শহরের পরিবেশ রক্ষায় পদক্ষেপ করুন, এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

অরবিন্দকুমার সেন
মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ডুয়ার্সে বন্যপ্রাণীদের আচরণ পালটে যাচ্ছে

ডুয়ার্স তার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অরণ্যানি ও নানাধরনের বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ অভয়ারণ্যগুলোর জন্যে পর্যটকদের ভ্রমণ তালিকায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বন্য পরিবেশে, বুনো প্রাণীদের সহজ স্বাভাবিক বিচরণ প্রত্যক্ষ করা সত্যিই স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতা ততক্ষণই আনন্দদায়ক যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যটক ও বন্যপ্রাণী উভয়েই নিরাপদ থাকে।

তবে ডুয়ার্সের এই বন্যপ্রাণীদের আচরণ খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা যেন মানুষের অবস্থানকে নির্বিবাদে আর মেনে নিতে পারছে না। বসতি বিস্তারের তাগিদে মানুষ যে ক্রমশ তাদের বাসস্থানের অন্দরমহলে ঢুকে যাচ্ছে, তাদের অবাধ চলাফেরায় নানাধরনের বাধা সৃষ্টি করছে, এসব যেন তারা আর সহ্য করতে রাজি নয়। এমনকি পর্যটকদের যথেচ্ছাচারও তাদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছে।

সবচেয়ে দুর্ভাবনার বিষয় হচ্ছে এই যে, হাতি, চিতাবাঘ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী তাদের খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত পালটে ফেলছে মানুষের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে থাকতে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও হাতিরা জমির ধান, গম ইত্যাদি ফসল খেয়েই খুশি থাকত। চাষিরা বাধ্য হয়ে সেসব শস্যের বদলে আলু, কপি, শালগম, কুমড়ো ইত্যাদির চাষ করছে। হাতিরা মনের সুখে সেসব সবজিও সাবাড় করে দিচ্ছে। এছাড়া মানুষের ঘরের চাল–ডাল, হাঁড়িয়া তো আছেই। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, নানাধরনের সবজি খাওয়ার ফলে হাতিরা অনেক বেশি পুষ্টি পাচ্ছে। তাঁদের মতে, হাতিদের প্রজনন ক্ষমতা হয়তো অচিরেই বৃদ্ধি পাবে। এমনিতে বর্তমানে বাসস্থানের আয়তনের তুলনায় হাতির সংখ্যা বেশি। এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে বিচরণের পথে অনেক বাধা। তার ওপর যদি সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তবে বনবস্তি এলাকায় মানুষের বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠবে। অবশ্য হাতিদের বিচরণক্ষেত্র এখন বনবস্তি ছাড়িয়ে আশেপাশে লোকালয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। দিনকে দিন হাতি–মানুষে সংঘাত বেড়েই চলেছে। বাইসনের হামলাও কম বিপজ্জনক নয়। প্রায়ই বাইসন লোকালয়ে ঢুকে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষজনকে জখম করছে। তাদের বাগে আনতে বনকর্মীদের ছোড়া ঘুমপাড়ানি গুলিতে মারাও পড়ছে কিছু কিছু।

আর ডুর্য়াসের চা বাগিচা এলাকায় চিতাবাঘ তো এখন মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা চিতাবাঘ সবসময়ে শাবককে জন্ম দেওয়ার জন্য চা বাগিচার ঝোপঝাড়গুলোকে বেছে নিত। লুকিয়ে রাখত শাবকদের। মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যেত না। কিন্তু, চিতাবাঘের স্বভাবেও অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ইদানীং। চিতাবাঘ মানুষখেকো হয়, এমন ঘটনা বোধহয় খুবই কম। কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটছে ডুর্য়াসে? গত বছর ১৩ অক্টোবর থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ধুমচিগাড়া, রামঝোরা, গ্যারগান্ডা, তুলসীপাড়া, তেলিপাড়া চা বাগানগুলোতে চিতাবাঘের আক্রমণে তিনটি শিশুর মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজন মানুষ জখম হয়েছেন। কয়েকজনের জখম বেশ গুরুতর। খাঁচা পেতে, টোপ দিয়ে বেশ কয়েকটি চিতাবাঘকে খাঁচাবন্দি করলেও মানুষের ওপর তাদের আক্রমণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। অবস্থা এমনই উদ্‌বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বন দপ্তরকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে মানুষখেকো চিতাবাঘ চিহ্নিত করে, প্রকৃতি থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

অত্যন্ত বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রমাগত চিতাবাঘের আক্রমণে মানুষের মৃত্যুও তো মেনে নেওয়া যায় না। বন্যপ্রাণীদের এত হিংস্র হয়ে ওঠার পেছনে কী কী কারণ কাজ করছে, বন্যপ্রাণী বিশারদরা যদি অবিলম্বে তা নির্ধারণ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা বার করতে না পারেন তাহলে অদূরভবিষ্যতে ডুয়ার্সে মানুষ আর বন্যপ্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে শিকার আর শিকারির মতো।

আমরা সর্বান্তকরণে আশা করব, তেমন পরিস্থিতি কখনোই আসবে না। তার আগেই সঠিক কোনো দিশা খুঁজে পাওয়া যাবে। নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হবে বণ্যপ্রাণ, সেইসঙ্গে অবশ্যই মানুষও।

রমা কর্মকার, শিববাড়ি, আলিপুরদুয়ার জংশন।

নকশালবাড়িতে বানরের উৎপাতে মানুষ অতিষ্ঠ

নকশালবাড়ির কয়েকটি পাড়ায় হনুমান ও বন্য বানরের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। ঘরের দরজা–জানালা খোলা থাকলে অথবা কোনো ফাঁকফোকর পেলেই সেখান দিয়ে হনুমান, বানর ঘরে ঢুকছে। সব জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে, দ্রব্যাদি সব নষ্ট করে ত্রাস সৃষ্টি করছে এরা। কোনো কোনো সময় এরা হামলা করছে মানুষের উপর। আগে দিনের বেলায় অত্যাচার চলত টিনের চাল, ছাদের উপর। এখন গভীর রাতেও মানুষ শান্তিতে একটু ঘুমোতে পারে না। গাছ থেকে টিনের চালে দুম দাম লাফ দিয়ে অত্যাচার চলতে থাকে। তীব্র শব্দ তৈরি হয় তখন। বৃদ্ধ–বৃদ্ধা, অসুস্থ মানুষ, এমনকি সুস্থদেরও তখন হৃদগতির তীব্রতা বেড়ে যায়। সকলে আতঙ্কিত এখন। এই উৎপাত এখন দৈনন্দিন ঘটনা।

একসঙ্গে ত্রিশ চল্লিশটি বানরের দল কয়েকদিন পরপরই উপস্থিত হয় বন ছেড়ে রথখোলা, স্টেশনপাড়া, বাজারপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, খালপাড়া, বেঙ্গাইজোত, প্রসাদুজোত ইত্যাদি এলাকায়। কখনো–কখনো নিজেদের দলের সদস্যদের মধ্যেই শুরু হয় আক্রমণাত্মক লড়াই। সে লড়াইয়ে কোনো হনুমান বা বানর রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। এলাকার শিশু সদস্যরা এখানে এখন মোটেই সুরক্ষিত নয়। টুকরিয়া বনে নেই কোনো বন্য ফলের গাছ। সেখানে বর্তমানে শুধু লাগানো হয় শাল, সেগুন, অর্জুন গাছের মতো অর্থকরী গাছ। বিট অফিসের এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য নেই, ভূমিকাও নেই। কেন জঙ্গলগুলিতে কিছু ফলের গাছ লাগানো যায় না? লাগালে বানরের উৎপাত হয়তো কিছুটা কমত।

অথচ এক সময়ে এই টুকরিয়া ফরেস্টজুড়ে ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন সুস্বাদু বন্য ফল ও ফলের গাছ। তখন বন্য প্রাণীরা শান্তিতে বসবাস করত জঙ্গলে। কিন্তু আজ অন্য পরিস্থিতি। কিছুদিন আগে হনুমানের হাতে আক্রান্তও হয়েছে দুই শিশু। তাদের মৃত্যুও ঘটতে পারতো সেদিন। বন দপ্তরের কাছে প্রশ্ন, বানরের উৎপাত বন্ধে আপনাদের এখানে কোনো ভূমিকা নেই কেন? এই অত্যাচারের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে আপনারা কিছু ভূমিকা গ্রহণ করুন, এই অনুরোধ করছি।

শুভিজিৎ বোস, রথখোলা, নকশালবাড়ি।